"কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস্‌ সিলাহ্‌" গ্রন্থের অনুবাদ

আপনজনের অধিকার

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.

সংকলন

হুসাইন ইবনুল হাসান ইবনিল হার্‌ব আল-মারওয়াযি

অনুবাদ

আহমাদ ইউসুফ শরীফ

সাবিল

পাবলিকেশন

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা.. ৫
গ্রন্থকারের জীবনী ৮
সংকলকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়.. ১১
অনুবাদক পরিচিতি... ১২
পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার : সর্বোত্তম আমল ১৩
মা—উত্তম আচরণের সর্বাধিক হকদার (প্রাপ্য) ১৪
মা-বাবার পছন্দ-অপছন্দ যখন ইসলামবিরোধী হয় ৩৩
মা-বাবার নিকটজন এবং নিকটজনদের মা-বাবা ৪১
মা-বাবার ইনতিকালের পর তাদের প্রতি সন্তানের কর্তব্য ৪৩
মা-বাবার অবাধ্যতা : অপরাধ ও পরিণাম.................................. ৪৮
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার ফজিলত ও ছিন্ন করার ক্ষতি.............. ৫৪
পিতামাতা ও সন্তানের প্রতি সদ্ব্যবহার ৬৫
তাদের জন্য ব্যয় করা, সদকা করা ও অন্যান্য আদব.................... ৬৫
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ৮৭
পিতামাতার প্রতি আদেশ-নিষেধের বিধান ৮৯
ইয়াতিমের ভরণপোষণ ৯০
পরিবার-পরিজন ও স্বজনের জন্য ব্যয় ও সদকা করা..................... ১১৫
পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় ও সদকা করার ফজিলত.................... ১৩২
অধীনস্থদের অধিকার আদায় ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ১৪০

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

إِنَّ الْحَمْد للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلُلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدُهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

"হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনইভাবে ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।"[১]

তিনি আরও বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

"হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি এক ব্যক্তি থেকে তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; তাদের দুজন থেকে বিস্তার করেছেন অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা করে থাকো এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।"[২]

---

[১] সুরা আলি ইমরান ৩ : ১০২।

[২] সুরা আন-নিসা ৪ : ১।

অন্যত্র তিনি বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا. يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো; এতে তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করবেন। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।”[৩]

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের পাক দরবারে লাখো-কোটি শোকর যে, তিনি তাঁর সীমাহীন দয়া ও মেহেরবানি দ্বারা এই অনভিজ্ঞ, অধম ও অযোগ্য বান্দাকে তাঁর দীনের খিদমাত করার সুযোগ দিয়েছেন।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো শুধু আচারসর্বস্ব একটি ধর্ম নয়; ইসলাম হলো বাস্তবতা, মানবতা ও জীবনের ধর্ম। ইসলাম শুধু আল্লাহর বিধিবিধান আর ইবাদাতের আদেশ দিয়েই থেমে থাকেনি; মানব-সভ্যতাকে সুষ্ঠু ধারায় এগিয়ে নিতে মানুষের পাশাপাশি মানুষের সম্পর্ককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের সম্পর্ক কী হবে, কেমন হবে, আর তা কীভাবে বজায় থাকবে—তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ইসলামে রয়েছে। এখানে একদিকে যেমন মা-বাবার সম্পর্কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে আবার সন্তানের ব্যাপারে মা-বাবাকে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য নিকট ও দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, সাধারণ মুসলমান, অধীনস্থ লোকজনসহ অমুসলিম-কাফের, এমনকি প্রাণী ও পরিবেশ সম্পর্কেও ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষায় ইসলাম যে বিধিবিধান দিয়েছে, এককথায় তাকে **‘বির্‌র ওয়াস্‌ সিলাহ’** বলা হয়।

বক্ষ্যমাণ বইতে প্রসিদ্ধ হাদিস-বিশারদ ও তাবে তাবিয়ি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ ও তার একান্ত শিষ্য হুসাইন ইবনুল হাসান ইবনিল হার্‌ব

[৩] সুরা আল-আহজাব ৩৩ : ৭০–৭১।

আল-মারওয়াযী রাহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনা থেকে কুরআন, হাদিস, আছার এবং সালাফদের বাণী ও আমল থেকে মা-বাবাসহ অন্যান্য স্বজন-পরিজনের অধিকার তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি বর্ণনার সাবলীল অনুবাদের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র উল্লেখ করার দুর্বল প্রয়াস চালিয়েছি। ভূমিকা দীর্ঘ না করে পাঠকের জন্য মূল বইকে আসল খোরাক বলে বিবেচনা করছি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, অতি প্রয়োজন মনে হওয়ায় কিছু কিছু বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছু মাসআলা ও অনুবাদকের নোট সহ গুরুত্বপূর্ণ টীকা যোগ করা হয়েছে, যা মূলগ্রন্থে নেই।

মানবিক দুর্বলতার কারণে অনুবাদে কোনো ভুলত্রুটি দেখা গেলে এর দায় একান্ত আমার। আল্লাহ তাআলা এই বরকতময় গ্রন্থের লেখক, সংকলক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠক-পাঠিকাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল ফরমান। আমিন।

আহমাদ ইউসুফ শরীফ

মাস্টারপাড়া, উত্তরখান, ঢাকা-১২৩০।

গ্রন্থকারের জীবনী

সালাফ-যুগের যেসকল মনীষী কুরআন, হাদিস ও ফিকহের ইলম, কঠোর সাধনা, তাকওয়া, দুনিয়াবিমুখ মানসিকতা আর রণাঙ্গনে দাপিয়ে বেড়ানোর বিরল কৃতিত্ব গড়ে ইতিহাসের পাতায় অমরত্ব লাভ করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে হাদিস ও ফিকহের ইমাম, রণাঙ্গনের বীর মুজাহিদ এবং যুহদ ও তাকওয়ার সাধক পুরুষ।

নাম : আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ইবনি ওয়াযিহ আল-হানযালি আত-তামিমি। **জন্ম :** আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ-এর জন্ম হিজরি ১১৮ সনে খোরাসানের (বর্তমান তুর্কমেনিস্তানের) মারওয়ি শহরে। এই শহর থেকে আরও অনেক ইসলামি মনীষী উঠে এসেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন আহমাদ ইবনু হাম্বল, সুফইয়ান সাওরি এবং ইসহাক ইবনু রাহওয়াই প্রমুখ।

শিক্ষাজীবন : অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা আর ইলমের প্রতি তীব্র বাসনা আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে ইলম হাসিলের পাশাপাশি অর্জিত ইলমের ওপর আমল ও তা ধরে রাখার বিরল যোগ্যতা দান করে। তিনি নিজ জন্মভূমি মারওয়ি শহর থেকে ইলমের রাজপথে যে যাত্রা শুরু করেন, তা তৎকালীন ইলমের সৌন্দর্যে শোভিত প্রতিটি শহর আর নগর প্রদক্ষিণ করে। মক্কা, মদিনা, শাম, মিসর, ইয়ামান, কুফা, ও বসরা-সহ গোটা জাজিরাতুল আরব চষে তিনি ইলমের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেন। যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের দরসে বসে হয়ে ওঠেন তাদেরই যোগ্য উত্তরসূরি। তার বিখ্যাত শাইখগণের মধ্যে রয়েছেন হিশাম ইবনু আনাস খুরাসানি, হুমাইদ আত-তাওয়িল, হিশাম ইবনু উরওয়াহ, আসিম আহওয়াল, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আমাশ, ইমাম আওযায়ি, ইমাম সুফইয়ান সাওরি, ইমাম শুবা, ইমাম মালিক, ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহ সাদ, মামার ইবনু রশিদ, মামার ইবনু সুলাইমান, যাকারিয়া ইবনু ইসহাক এবং ইমাম লাইস রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ। তিনি প্রায় চার হাজার শাইখ থেকে ইলম হাসিল করেন।

তিনি ফিকহ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভাষাবিজ্ঞান, কাব্য, ভাষার অলংকরণ, যুহদ, তাকওয়া, অল্পেতুষ্টি, তাহাজ্জুদ, ইবাদাত, জিহাদে অংশগ্রহণ ও তার কৌশল,

কথায় মিতভাষী হওয়া, সঠিক মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে নির্ভুলতা আর নিজের সঙ্গীদের সাথে মতপার্থক্যে লিপ্ত না হওয়া ইত্যাদি গুণাবলি অর্জন করেছিলেন।

হাদিসশাস্ত্রে ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ : হাদিস ও ফিকহশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন তার সময়ের চার জন ইমামের একজন। জারহ ওয়া তাদিলের আলিমরা নিরঙ্কুশভাবে ইবনুল মুবারককে শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য আর বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস বলেছেন । তিনি ইমাম বুখারির *সহিহ*-র বেশ কিছু রেওয়াতের বর্ণনাকারী, যেখানে ইমাম বুখারি হাদিস নেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কড়াকড়ি আরোপ করেছেন।

ইবনুল মুবারক ছিলেন এমন একজন ইমাম, যিনি অনুসরণযোগ্য। সুন্নাহর ব্যাপারে তার জ্ঞান ছিল প্রখর।

জিহাদের ময়দানে ইবনুল মুবারক : ইলমের ময়দানে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি প্রায়ই হজ আর জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সাহসীদের নেতা... তিনি এক বছর হজে যেতেন, আর পরের বছর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে নিজেকে নিয়োজিত করতেন।

তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। ইবনুল মুবারক তার বন্ধু ফুযাইল ইবনু ইয়াজকে (যিনি মক্কা আর মদিনার আবিদ হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন) চিঠি লেখেন, যাতে তিনি কেবল মাসজিদে ইবাদাতে মাশগুল না থেকে জিহাদেও অংশগ্রহণ করেন। ইতিহাসে সেই চিঠি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। নিজে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত থাকার পাশাপাশি উম্মাহকে জিহাদমুখী করার সুউচ্চ মানসে *কিতাবুল জিহাদ* নামে স্বতন্ত্র কিছু বর্ণনা জমা করে রেখে যান, যা তার শিষ্যগণ পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাকারে রূপদান করেন।

মুহাদ্দিস আর মুজাহিদ পরিচয় ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন উঁচুমাপের ফকিহ, একজন সফল ব্যবসায়ী, যিনি যথার্থ ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর উদাহরণ। বাতিলের বিরুদ্ধে কলম আর অস্ত্র উভয়টিই ধারণ করেছিলেন তিনি।

তার ছাত্রবৃন্দ : যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের নিকট থেকে অর্জিত ইলমের ওপর নিজে আমল করার পাশপাশি তিনি রেখে যান একঝাঁক ছাত্র। তারা হয়ে ওঠেন পরবর্তী প্রজন্মের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকিহ। তার বিখ্যাত ছাত্র ও শিষ্যের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবু দাউদ, আব্দুর রহমান ইবনু

মাহদি, হাফিয আব্দুর রাজ্জাক, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মুঈন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান, আবু বকর ইবনু আবি শাইবাহ প্রমুখ।

রচনাবলি : তার অনবদ্য ও কালজয়ী রচনাবলির মধ্যে রয়েছে—

তাফসিরুল কুরআন, সুনান ফিল ফিকহ, কিতাবুত তারিখ, কিতাবুয যুহদ, কিতাবুল বির্রি ওয়াস্ সিলাহ, কিতাবুর রাকাইক, কিতাবুল জিহাদ ইত্যাদি।

মৃত্যু : ১৮১ হিজরীর ১০শে রমজান শামের "হিত" নগরীতে শেষরাতে উম্মাহর এই মহান ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুজতাহিদ, মুজাহিদ, যাহিদ ও মুত্তাকি মনীষীর মৃত্যু হয়। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

আল্লাহ তাআলা তার ইমান, আমল, ইলম ও জিহাদকে কবুল ফরমান। তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের নিআমাতে সম্মানিত করুন। আমাদের তার পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফিক আতা ফরমান।

সংকলকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হুসাইন ইবনুল হাসান ইবনি হার্‌ব সুলামি। তিনি মূলত আবু আব্দিল্লাহ সুলামি মারওয়াযী নামে পরিচিত।

তিনি মক্কায় দীর্ঘদিন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ-এর সান্নিধ্যে হাদিস, তাফসির ও ফিকহ ইত্যাদি ইসলামি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তার শাইখগণের মধ্যে সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহ, মুতামির ইবনু সুলাইমান, ইয়াযিদ ইবনু যুরাই, হুশাইম ইবনু বাশির ফাযল ইবনু মুসা, ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তার শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম তিরমিজি, ইবনু মাজাহ, বাকি ইবনু মাখলাদ, দাউদ ইবনু আলি যাহিরি, উমর ইবনু বুজাইর, ইয়াহইয়া ইবনু সাদিক, জাফর ইবনু আহমাদ ইবনি ফারিস, ইবরাহিম ইবনু আব্দিস সামাদ হাশিমি প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

মুহাদ্দিসগণ হাদিসের ক্ষেত্রে তাকে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম ইবনু হিব্বানের মতে, এই প্রথিতযশা ইসলামি ব্যক্তিত্ব ২৪৬ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তার কবরকে জান্নাতের নুরে নুরান্বিত করুন। তার খিদমাতকে উম্মাতের জন্য কবুল ফরমান। আমিন।

অনুবাদক পরিচিতি

আহমাদ ইউসুফ শরীফ। জন্ম : ১৬ই জুলাই ১৯৮২। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা। কর্মজীবী মা-বাবার ২য় সন্তান। বাবার আধাসরকারি চাকরিজীবন ও পড়াশোনার সুবাদে শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ঢাকা, বান্দরবান ও মুন্সিগঞ্জ-সহ বেশকিছু জায়গায়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন কওমী মাদরাসায়। ২০০৪ সালে তাকমীল (দাওরা হাদীস) সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনে শিক্ষকতার পাশাপাশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরি ও পারিবারিক ব্যাবসা দেখাশোনা করছেন। ছাত্রজীবন থেকেই দাওয়াতি মেহনতের সাথে কমবেশি সম্পৃক্ত আছেন।

লেখালেখির সূচনাটা কবিতা দিয়ে হলেও বর্তমানে থিতু হয়েছেন অনুবাদ ও সম্পাদনার জগতে। ইতিমধ্যে তার ১টি করে মৌলিক ও সংকলিত এবং ১০টি অনূদিত বই প্রকাশ পেয়েছে। সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা ২০-এর অধিক।

'আপনজনের অধিকার' তার ১১তম অনুবাদকর্ম। অদূর ভবিষ্যতে তার একাধিক মৌলিক, অনূদিত, সম্পাদিত বই আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তার দুনিয়া ও আখিরাত সুন্দর এবং বরকতময় করে দিন। আমিন।

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার : সর্বোত্তম আমল

[১] আওন ইবনু আব্দিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “জনৈক ব্যক্তি সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট জানতে চাইল, ‘সর্বোত্তম আমল কী কী?’ তিনি বললেন, ‘তুমি আমাকে এমন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছ, যে ব্যাপারে আমি নিজেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।’ তিনি বলেছেন, সর্বোত্তম আমল হলো, সময়মতো সালাত আদায় করা, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।”[৪]

[২] আবু আমর শায়বানি (সাআদ ইবনু ইয়াস) রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “(একবার) আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে জানতে চাইলাম, ‘সর্বোত্তম আমল কী কী?’ তিনি বললেন, ‘সময়মতো সালাত আদায় করা।’ আমি বললাম, ‘তারপর (কোন আমল উত্তম)?’ তিনি বললেন, ‘পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।’ আমি বললাম, ‘তারপর?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।’ (ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,) এরপর আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আর প্রশ্ন না করে চুপ রইলাম। আমি আরও কিছু জানতে চাইলে তিনি আরও বলতেন।”[৫]

[৩] আবু আমর শায়বানি (সাআদ ইবনু ইয়াস) রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শোনেন যে,

“(একবার) আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘সর্বোত্তম আমল কোনটি?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।’ আমি বললাম, ‘তারপর কোন আমল (উত্তম)?’ তিনি বললেন, ‘সময়মতো সালাত আদায় করা।’ আমি বললাম, ‘তারপর কোন আমল?’ তিনি বললেন, ‘পিতামাতার সাথে সদ্ ব্যবহার।’ এবার আমি বললাম, ‘সবচেয়ে মন্দ (গুনাহের) কাজ কোনটি?’

---

[৪] সহিহ লিগাইরিহি। সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে : মুসনাদু আহমাদ ৩৯৭৩।

[৫] সহিহ। ইমাম তিরমিজি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ-এর সনদে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন, সুনানুত তিরমিজি ১৮৯৮। ভিন্ন সনদে রয়েছে : সহিহুল বুখারি ২৭৮২; সহিহ মুসলিম ৮৫।

তিনি বললেন, 'কাউকে আল্লাহ তাআলার সমকক্ষ মনে করা, অথচ তিনি (একাই) তোমাকে সৃষ্টি করেছেন!' বললাম, 'তারপর কোনটি (মন্দ কাজ)?' তিনি বললেন, 'তোমার অন্নে ভাগ বসাবে—এই ভয়ে সন্তানকে (ভ্রূণ) হত্যা করা।'[৬] বললাম, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন, 'তোমার প্রতিবেশীর হালাল নারীর (স্ত্রী বা দাসীর) সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।[৭]' অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ.

'আর (রহমানের বান্দা তো তারাও) যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে না (ইবাদাত করে না), আল্লাহ যে প্রাণহত্যাকে হারাম করেছেন সংগত (শরিআহসম্মত) কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না, আর ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না।'" [সুরা আল-ফুরকান ২৫ : ৬৮][৮]

মা—উত্তম আচরণের সর্বাধিক হকদার (প্রাপ্য)

[৪] বাহ্য ইবনু হাকিম রাহিমাহুল্লাহ-এর দাদা মুআবিয়া ইবনু হাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.

"আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, আমি কার সাথে সর্বোত্তম আচরণ করব? তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের সাথে।' বললাম, 'এরপর কার সাথে?' বললেন, 'তোমার মায়ের সাথে।' বললাম, 'তারপর কার সাথে?' বললেন, 'তোমার মায়ের সাথে।' আমি আবার বললাম, 'এরপর কার সাথে?' এবার

[৬] অভাব অনটনের ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন বা গর্ভপাত ঘটানো।

[৭] পরকীয়া।

[৮] সনদ– সহিহ। হাসান সনদে আরও রয়েছে : সুনানু সাঈদ ইবনি মানসুর ২৩০২। সর্বোত্তম আমলের স্বপক্ষে সহিহুল বুখারি ও সহিহুল মুসলিমের উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু আমলের বর্ণনাটিও উভয় গ্রন্থে রয়েছে : সহিহুল বুখারি ৬০০১; সহিহ মুসলিম ৮৬।

তিনি বললেন, 'এরপর তোমার পিতার সাথে এবং নৈকট্য অনুপাতে নিকট-আত্মীয়গণের সাথে।'"[৯]

[৫] ইয়াযিদ ইবনু হাবিব রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

"আলিমগণ বলেন, 'পিতাসহ অন্য সকলের চেয়ে মায়ের অধিকার বেশি। আর প্রত্যেকেরই (আলাদা) অধিকার রয়েছে।'"[১০]

৬. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: بِرَّ أُمَّكَ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: بِرَّ أُمَّكَ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: بِرَّ أُمَّكَ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: بِرَّ أَبَاكَ.

"জনৈক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, 'আপনি আমাকে কী আদেশ করেন?' তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।' লোকটি আবার একই কথা বলল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও বললেন, 'তোমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।' সে পুনরায় একই কথা বললে তিনি এবারও বললেন, 'তোমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।' এরপর সে আবারও (চতুর্থবার) একই কথা জিজ্ঞেস করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার পিতার সাথে সদাচার করবে।'"[১১]

[৭] তাবিয়ি আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজি (আলি ইবনু দাউদ) রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "জনৈক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, 'আল্লাহর রাসুল, আমার পিতামাতার মধ্য থেকে আমার ওপর কার অধিকার বেশি?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'উভয়ের।' লোকটি পুনরায় একই কথা বলল। প্রত্যুত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও বললেন, 'উভয়ের।' লোকটি আবারও একই কথা বললে রাসুল

---

[৯] সনদ– হাসান। ভিন্ন সনদে রয়েছে : সুনানুত তিরমিজি ১৮৯৭।

[১০]–সহিহ। বর্ণনাকারী ইবনু লাহিয়া রাহিমাহুল্লাহ স্মরণশক্তির দুর্বলতার দরুন হাদিসের ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বল হলেও এ ধরনের বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণযোগ্য। আরও দেখুন : আল-জামিউ লিবনি ওয়াহাব ১২৮।

[১১] হাসান সহিহ। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ-এর সনদে আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ ৯২১৭। ভিন্ন সনদে রয়েছে : ইমাম বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ ০৬।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘উভয়ের।’ লোকটি আবারও বলল, ‘আল্লাহর রাসুল, আমার পিতামাতার মধ্য থেকে আমার ওপর কার অধিকার বেশি?’ এবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তোমার মায়ের।’”[১২]

[৮] হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “সদ্‌ব্যবহার ও মান্যতার ক্ষেত্রে মায়ের অধিকার দুই-তৃতীয়াংশ। আর পিতার অধিকার এক-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ পিতার তুলনায় মায়ের প্রতি দ্বিগুণ নমনীয় ও অনুগত থাকা চাই)।”[১৩]

[৯] আবু ইসহাক শায়বানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমি ইমাম শাবি (আমির ইবনু শুরাহিল) রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করলাম, ‘সদ্‌ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিতা ও মাতা উভয়ে কি সমান অধিকার রাখে?’ তিনি বললেন, ‘মা অগ্রাধিকারযোগ্য।’”[১৪]

[১০] হিশাম ইবনু হাসসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ-এর নিকট পিতামাতার সাথে সদ্‌ব্যবহার ও তাদের অবাধ্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন,

‘তাদের প্রতি সদ্‌ব্যবহার হলো, তোমার মালিকানাধীন সম্পদ হতে তাদের জন্য ব্যয় করা এবং তাদের এমন নির্দেশ পালন করা, যাতে আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্যতা না হয়। আর তাদের অবাধ্যতা হলো, তাদের থেকে দূরে সরে যাওয়া (খোঁজখবর না রাখা) এবং তাদের (অধিকার থেকে) বঞ্চিত করা।’”[১৫]

---

[১২] সনদ– মুরসাল (সাহাবির নাম উল্লেখ নেই)। তবে বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। দৃশ্যত এই বর্ণনার সাথে পূর্বের কিছু বর্ণনার বৈপরীত্য দেখা গেলেও বাস্তবে বিষয়টা এমন নয়। কেননা এই বর্ণনায় উভয়ের অধিকারের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মায়ের অধিকারকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

[১৩] সনদ– হাসান। এখানে সংকলক মারওয়াযি রাহিমাহুল্লাহ হিশাম ইবনু হাসসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনাকারীর নামের ব্যাপারে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করেছেন। ইমাম হুমাইদীর বর্ণনায় ফুযাইল ইবনু আয়ায রাহিমাহুল্লাহ এবং ইবনু শায়বার বর্ণনায় ইয়াযিদ ইবনু হারুন রাহিমাহুল্লাহ হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন : মুসনাদুল হুমাইদী ১১৫২; মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বাহ ২৫৪০১।

[১৪] সনদ– হাসান।

[১৫] সনদ– সহিহ। সমার্থক বর্ণনা রয়েছে : মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক ৯২৮৮।

[১১] আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا.

"আর তোমরা তাদের (পিতামাতা) উভয়ের প্রতি দয়াপরবশ (অনুগত) হয়ে বিনয়ের ডানা (বাহু) নত করে দাও এবং বলো, 'হে আমার রব, আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।'"[১৬]

উপরিউক্ত আয়াতে পিতামাতার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে নিজ বাহু নত রাখার ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত তাবিয়ি উরওয়া ইবনুয যুবাইর রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

"তারা উভয়ে (হালাল ও জায়েজ) যা কিছু করতে চান, তাতে তোমরা বাধা দিয়ো না।"[১৭]

[১২] আরেক বর্ণনায় হিশাম ইবনু উরওয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমার পিতা (উরওয়া ইবনুয যুবাইর রাহিমাহুল্লাহ) আমাকে বললেন, 'তুমি কি জানো, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে কী বলেছেন? আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا.

"আর তোমরা তাদের (পিতামাতা) উভয়ের প্রতি দয়াপরবশ (অনুগত) হয়ে বিনয়ের ডানা (বাহু) নত করে দাও এবং বলো, হে আমার রব, আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।[১৮]

এর মর্মার্থ হলো, তারা উভয়ে (হালাল ও জায়েজ) যা কিছু করতে চান, তাতে তোমরা বাধা দিয়ো না।"[১৯]

[১৩] উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আতা ইবনু আবি রাবাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তাদের ওপর হাত তুলবে না।"[২০]

---

[১৬] সুরা আল-ইসরা (বনি ইসরাইল) ১৭ : ২৪।

[১৭] সনদ– সহিহ। ইমাম বুখারি আবু নুআইম থেকে বর্ণনা করেছেন : আল-আদাবুল মুফরাদ ০৯; তাফসিরুত তাবারি ১৪/৫৫০।

[১৮] সুরা আল-ইসরা (বনি ইসরাইল) ১৭ : ২৪।

[১৯] সনদ– সহিহ।